



Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

25 September 2026 / 13 Rabiulakhir 1448H

দূরদর্শিতা ও ঈমানের সমন্বয়ে দৃঢ় ও সংকট মোকাবিলায় সক্ষম পরিবার
গড়ে তোলা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ
لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ. قَالَ تَعَالَى فِي التَّنْزِيلِ: يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

জুমরাতাল মুমিনীন রহিমাকুমুল্লাহ,

আসুন, আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করি—তাঁর সকল আদেশ
যথাযথভাবে পালন করি এবং তিনি যা কিছু নিষেধ করেছেন, তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকি। আল্লাহ
সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন এই দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের এবং আমাদের প্রিয়জনদের হেফাজত
করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আজকের খুতবায় আমরা আমাদের সন্তানদের প্রতি অর্পিত আমানত ও দায়িত্ব, পরিকল্পনার গুরুত্ব এবং আল্লাহর ওপর নির্ভরতা সম্পর্কে আলোচনা করব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সূরা আত-তূর-এর ২১ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَمَا أَتَيْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

অর্থঃ যারা ঈমান আনে আর তাদের সন্তান-সন্ততিরা ঈমানের সাথে পিতামাতাকে অনুসরণ করে, আমি তাদের সাথে তাদের সন্তান-সন্ততিকে মিলিত করব। তাদের 'আমালের কোন কিছু থেকেই আমি তাদেরকে বঞ্চিত করব না। প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ।" [1]

সম্মানিত ভাইয়েরা,

স্বভাবগতভাবেই আমরা একে অপরের ওপর নির্ভরশীল—বিশেষ করে পরিবারের মধ্যে। বাবা-মা ও সন্তানদের মধ্যকার সম্পর্ক এমন হওয়া উচিত, যা শান্তি, নিরাপত্তা, প্রশান্তি ও ভালোবাসার অনুভূতি লালন করে। আর আমরা যখন নিজেরাই বাবা-মা হই, তখন পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিমদের লালন-পালন ও সঠিকভাবে গড়ে তোলার দায়িত্বও আমাদের ওপর বর্তায়।

তবে আজকের দিনে অনেক মানুষকে ইতোমধ্যেই নানা ধরনের দায়িত্ব ও বোঝা বহন করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে কর্মক্ষেত্রের চাপ এবং আধুনিক জীবনের জটিল নানা চ্যালেঞ্জ। এসব উদ্বেগের সঙ্গে ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা যুক্ত হয়ে অনেককে পরিবার গঠন করা বা সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে কিছুটা অনাগ্রহী করে তুলতে পারে।

আমরা যখন সন্তান নেওয়ার কথা বিবেচনা করি, তখন তাদের ভবিষ্যৎ-সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করা উচিত। এর মধ্যে রয়েছে তাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা পূরণের বিষয়টি বিবেচনা করা এবং তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক ব্যয়ভার যথাযথভাবে নিশ্চিত করা। একই সঙ্গে, রিজিক ও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন যেন আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলার ওপর আমাদের নির্ভরতা ও আস্থাকে দুর্বল করে না দেয়, সেদিকেও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে।

কারণ, আল্লাহ যে রিজিক আমাদের দান করেন, তা নানা রূপে আমাদের কাছে আসে। আর্থিক স্বচ্ছলতা, শান্তিপূর্ণ একটি পরিবার এবং একজন নেককার **সন্তানের** হৃদয় থেকে উৎসারিত আন্তরিক দোয়া—এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে রিজিক ও নিয়ামতের বিভিন্ন রূপ।

প্রিয় মুসল্লিবন্দ,

জীবনের নানা দায়িত্বের সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে দৃঢ় ও সংকট-সহনশীল পরিবার গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় নীতির কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রথমত: ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করা দায়িত্বশীলতার পরিচায়ক

নিশ্চয়ই, বেশ কয়েকটি হাদিসের বর্ণনায় এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ সা. তাঁর উম্মতের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্বিত হবেন। তবে একটি পরিবার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আমাদের এটিও বিবেচনা করতে হবে যে, আমরা আমাদের সন্তানদের এবং জীবনসঙ্গীর কতটা যত্ন ও সেবা করতে পারব এবং তাদের আর্থিক, মানসিক ও জীবনের অন্যান্য প্রয়োজন কতটা পূরণ করতে সক্ষম।

ইসলামে সন্তান গ্রহণ এবং বংশধারা অব্যাহত রাখার প্রতি উৎসাহের পাশাপাশি আমাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা এবং পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন পূরণ করার নির্দেশও রয়েছে। আমরা যখন এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করি, তখনই আমরা দৃঢ়, সহনশীল ও প্রতিকূলতা মোকাবিলায় সক্ষম ব্যক্তি ও পরিবার গড়ে তুলতে পারি।

দ্বিতীয়ত: পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির পাশাপাশি আল্লাহর ওপর সর্বোচ্চ আস্থা রাখা

আমরা যখন আমাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা করি এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করি, তখন আসুন, আল্লাহর ওপর আমাদের আস্থা আরও গভীর করি। মনে রাখতে হবে, আমাদের ভবিষ্যৎ কেবল আমাদের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে না। বরং একমাত্র আল্লাহই তাঁর নির্ধারিত পন্থায় আমাদের রিজিক ও নিয়ামত দান করেন।

প্রিয় ভাইয়েরা,

আমাদের ঈমান আমাদের শিক্ষা দেয় যে, প্রত্যেক মানুষের রিজিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত। তিনি যাকে ইচ্ছা সন্তান দান করেন। দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো, ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সাধ্য অনুযায়ী সর্বোত্তম প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এর পর আমাদের যাবতীয় বিষয় আল্লাহর কাছে অর্পণ করতে হবে এবং তাঁর হিকমত ও কল্যাণের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতে হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের ঈমানকে আরও দৃঢ় করেন, আমাদের রিজিকে বরকত দান করেন এবং আমাদের পরিবারগুলোর ওপর তাঁর অশেষ রহমত বর্ষণ করেন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقُرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنْهُمْ وَمَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحْنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنِ بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعَفِينَ فِي غَزَّةٍ وَفِي فَلِسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ

عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوا عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.